ভূমিকা।

স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-প্রসূত "বর্ত্তমান ভারত", বঙ্গসাহিত্যে এক অমূল্যরত্ন। তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। স্থূলদৃষ্টি সাধারণ পাঠক ইহাতে দুই চারিটি ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের মূর্ত্তি এবং দুই একটি ধর্ম্মবিপ্লব বা রাজ্যবিপ্লব, অতি অসম্বদ্ধ ভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। গবেষণাশীল যশোলিপ্সু পাশ্চাত্য পণ্ডিত-কুলের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও, প্রাচ্য জাতিসমূহের মানসিক গঠন, আচার ব্যবহার, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহত হইয়া, এখানে অনেক সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং কুজ্ঝটিকাবৃত কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি সকলই দেখিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে শক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায়

প্রবিষ্ট, যাহার খেলা বৈদিক অধিকার হইতে বৌদ্ধাধিকার পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার উচ্চভাব সমুদয়ের সমাবেশ করিয়া ভারতকে জগতের শিরোভূষণ করিয়াছিল, যাহার হীনতায় পুনরায় মুসলমান প্রভৃতি বিজাতীয় রাজগণের ভারতে প্রবেশ, সেই ধর্ম্মশক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব মূর্ত্তি-বিশেষরূপে প্রকাশিত সুতরাং উহাদ্বারা যে জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। ব্যক্তিগত ভাবসমূহই সমষ্টিরূপে সমাজগত হইয়া জাতিবিশেষের জাতীয়ত্ব সম্পাদন করে। এই জাতীয়ত্ব ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পক্ষে অপর জাতির ভাব বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই ভারতেতিহাস সম্বন্ধ ভাবে বুঝিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুল অনেক সময়ে বিফলমনোরথ হন। আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে কিন্তু উহার

সুসম্বদ্ধ সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাঁহাদের দ্বারাই একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে। বহুল পরিভ্রমণ, গর্ব্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত এবং ভারতেতর দেশের আচারব্যবহার এবং জাতীয়ত্ব ভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজির মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, "বর্ত্তমান ভারত" তাহারই নিদর্শন স্বরূপ।

ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধানে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; পাঠকের ক্ষমতা থাকে ত বিচার করিয়া দেখুন। তবে স্বামীজির ন্যায় অসামান্য জীবন এবং প্রতিভোৎপন্ন মীমাংসা যে চিন্তা ও পাঠের যোগ্য, সে বিষয়ে কে সন্দিহান হইতে পারে?

প্রবিষ্ট, যাহার খেলা বৈদিক অধিকার হইতে বৌদ্ধাধিকার পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার উচ্চভাব সমুদয়ের সমাবেশ করিয়া ভারতকে জগতের শিরোভূষণ করিয়াছিল, যাহার হীনতায় পুনরায় মুসলমান প্রভৃতি বিজাতীয় রাজগণের ভারতে প্রবেশ, সেই ধর্ম্মশক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব মূর্ত্তি-বিশেষরূপে প্রকাশিত সুতরাং উহাদ্বারা যে জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। ব্যক্তিগত ভাবসমূহই সমষ্টিরূপে সমাজগত হইয়া জাতিবিশেষের জাতীয়ত্ব সম্পাদন করে। এই জাতীয়ত্ব ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পক্ষে অপর জাতির ভাব বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই ভারতেতিহাস সম্বন্ধ ভাবে বুঝিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুল অনেক সময়ে বিফলমনোরথ হন। আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে কিন্তু উহার

ভূমিকা।

সুসম্বদ্ধ সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাঁহাদের দ্বারাই একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে। বহুল পরিভ্রমণ, গর্ব্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত এবং ভারতেতর দেশের আচারব্যবহার এবং জাতীয়ত্ব ভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজির মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, "বর্ত্তমান ভারত" তাহারই নিদর্শন স্বরূপ।

ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধানে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; পাঠকের ক্ষমতা থাকে ত বিচার করিয়া দেখুন। তবে স্বামীজির ন্যায় অসামান্য জীবন এবং প্রতিভোৎপন্ন মীমাংসা যে চিন্তা ও পাঠের যোগ্য, সে বিষয়ে কে সন্দিহান হইতে পারে?

ভূমিকা।

"বর্ত্তমান ভারত" প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক পত্র "উদ্বোধনে" প্রকাশিত হয়। অনেকের মুখে ঐ সময়ে শুনিয়াছিলাম যে, উহার ভাষা অতি জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য। এখনও হয়ত অনেকে ঐ কথা বলিবেন কিন্তু অদ্য আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাষার দোষ স্বীকার পূর্ব্বক "বর্ত্তমান ভারত" উপহার হস্তে সলজ্জভাবে পাঠক সমীপে সমাগত নহি। আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধ হয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যক মত প্রয়োগ করিয়াছেন।

অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শন গ্রন্থ। ভারত-সমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-

ভূমিকা।

সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশে সুখ দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্য্য-প্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই "বর্ত্তমান ভারতের" আলোচ্য বিষয়। ইহার ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস সঙ্ঘটিত নভেল নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব। গভীর চিন্তাপ্রসূত বিজ্ঞানেতিহাসদর্শনাদির অথবা আদি ও করুণ ভিন্ন বীর রসাদির লেখক ও পাঠক অতীব বিরল। সাধারণ

লোকের ত কথাই নাই, তাহাদের রুচি মার্জ্জিত এবং বিশুদ্ধ হইয়া চিন্তাশীল লোকের সম্মানার্হ হওয়া এখনও অনেক দূর। অতএব ভাষা সম্বন্ধেও এ প্রকার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান আমরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম এবং পাঠকের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিই এস্থলে মীমাংসক রহিল।

পরিশেষে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের উপর স্বামীজির কিছু বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়া যে প্রতিবাদ-ধ্বনি "বর্ত্তমান ভারতের" প্রথমাবির্ভাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া পাঠকের সত্যানুরাগ এবং স্পষ্টবাদিতার উপরেই আমরা নির্ভর করিলাম। সহস্র প্রতিবাদেও সত্যের অপলাপ বা অসত্যের প্রতিষ্ঠা হয়না এবং "মন মুখ এক করাই" সত্যলাভের প্রধান সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে পারি। নিন্দার কটুকশাঘাতে অভিজাত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মানুসন্ধান এবং সংশোধনেচ্ছাই

বলবতী হয় কিন্তু ইতর ব্যক্তির হৃদয় আঘাতে জঘন্য অসত্য, হিংসা, সত্যগোপন প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবনতির পথে দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হয়।

এখানে ভারতের মহাকবির কথা আমাদের মনে উদয় হইতেছে যথা :—

"অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতম্ মহাত্মনাম্"।

১লা জ্যৈষ্ঠ
১৩১২

অলমিতি—
সারদানন্দ।